স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেণ্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

লাল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 24th June 1964 { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুল জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট-এ আসুন।

আমাদের বিশেষত্ব :— রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

* এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
* শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
* ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
* আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

সমতা—মমতা—ক্ষমতা

—০—

সমতা মানে সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

দ্বয়োরেব সমং বিত্তং দ্বয়োরেব সমং বলং।
তয়োর্বিবাদ মৈত্রীঞ্চ নোত্তমাধময়ঃ ক্বচিৎ।

দুজনের যদি সমান ধন ও সমান বল থাকে, তাদের মধ্যেই বিবাদ বা মিত্রতা শোভা পায়। উত্তমে অধমে কখন বিবাদ বা বন্ধুত্ব সাজে না।

মানুষে কথায় কথায় বলিয়া থাকে—

"যে যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

যাকে কখনও সাপে দংশন করেনি, সে বিষের যাতনা যে কি তা কেমন করিয়া অনুভব করিবে?

প্রায় দেখা যায়—একজন মুটে যদি কোনও বাবু লোককে তার মোট নামিয়ে দিতে, বা মোট তুলে দিতে বলে, বাবু রাগান্বিত ভাবে তাকে ভৎর্সনা করেন—বেটা মানুষ চিনিস না, আমি তোর মোট তুলে দিবার লোক? যদি সে কোন মুটেকে তার মোট তুলে দিতে বা নামিয়ে দিতে বলে, সে বিনা আপত্তিতে তার কাজ ক'রে দেয়। কারণ সে জানে যে মোট বহা কি কষ্ট। উভয়েই সমান অবস্থার লোক।

এই সমতার জন্যই মমতা আসিয়া তার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করে তাই, সে তার মত দুঃখীর দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

একদিন সমতা ছিল, মমতাও ছিল, হঠাৎ তা দূর হ'য়ে যায়, যদি তারই মধ্যে একের হঠাৎ ক্ষমতা এসে জোটে। ক্ষমতা পাইবামাত্র সমতা ও মমতা নষ্ট হইয়া যায়। ক্ষমতা অহংকারের জননী। ক্ষমতা বা সামান্য ঐশ্বর্য্য মানুষের অতীত স্মৃতি লোপ না না করিলেও সে জান করে যে চিরদিনই এই অবস্থার লোক, কোনও দিন হীন দশা তার ছিল না। একটি গল্প শুনুন—

এক দুঃখিনী পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, আদা ইত্যাদি মাথায় নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায় হাঁক ছেড়ে বেচে বেড়াতো। তার ভগবৎ-দত্ত একটী ঐশ্বর্য্য ছিল—সেটী তার রূপ ও যৌবন।

এক রাজবাড়ীর মালিক হয়েছেন এক তরুণ কুমার। সেই রাজবাড়ীর পেছনের খিড়কীর দিকে এক তাঁতি বাস করে। তাঁতীর স্ত্রী আছে, ২টী ছোট ছোট ছেলে আছে। এই তরুণী পেঁয়াজ-বেচুনী রাজবাড়ীর খিড়কীতে এসে ডাক দিল—পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, আদা নেবে গো। কুমারের খাস-খানসামা তাকে পেঁয়াজ নেবে বলে অন্দরে ডেকে নিয়ে গেল। সে অন্দরে ঢুকলো কিন্তু আর বেরুলো না। তাঁতি দেখেও দেখলো না। বড় ঘরের কথা কইতে নেই—এ নীতি তাঁতির জানা ছিল।

কাল যে পেঁয়াজ বেচুনী ছিল, আজ সে রাণী হয়েছে। তাঁতি দেখে—সে কত রকমের শাড়ী, কত রকমের গয়না প'রে রেলিঙের ধারে দাঁড়ায়। তাঁতি তার পত্নীকে সাবধান ক'রে দেয়—যেন কারো কাছে কোন গল্প না করে। রাজারাজড়ার ব্যাপার দেখেও দেখতে হয় না।

একদিন অন্য এক দুঃখিনী পেঁয়াজ-ওয়ালী রাজবাড়ীর খিড়কীতে এসে হাঁক দিতেই ভূতপূর্ব্ব পেঁয়াজ-বেচুনী—অধুনা রাণী বেড়িয়ে এসে তাকে তার চুপড়ি নামাতে বল্লেন। সে নামালো। রাণী তখন একটী লঙ্কা তুলে নিয়ে—তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ গা এটা কি জিনিস? বেশ সুন্দর তো! বাঃ! কেমন লাল!

পেঁয়াজ-ওয়ালী—মা, একে লঙ্কা বলে।

রাণী—খেতে মিষ্টি?

পেঁয়াজ-ওয়ালী—না, মা, খুব ঝাল।

রাণী—এত সুন্দর জিনিস ঝাল!

(একটা পেঁয়াজ দেখিয়ে) এ কি জিনিস?

পেঁয়াজ-ওয়ালী—এর নাম পেঁয়াজ মা।

রাণী—(একটা রসুন দেখিয়ে) এগুলো বুঝি সাদা পেঁয়াজ?

পেঁয়াজ-ওয়ালী—না, মা, ওর নাম রসুন।

তাঁতি এইবারে আর সহ্য করতে পারলো না। তার স্ত্রীকে বল্‌লে—"চলো আর এখানে থাকা হবে না। বাপরে! এই দু'বৎসরের মধ্যে পেঁয়াজ, লঙ্কা, ভুলেছে! ওর কিছু করতে পারবো না, আর সহ্যও হচ্ছে না।" এই বলে তাঁতি তার সর্ব্বস্ব নিয়ে নদীর ওপারে অন্য রাজার জমিদারীতে তার কুঁড়ে ঘর বেঁধে তাঁত বুনতে লাগলো।

কিছুদিন পরে রাজকুমারের খেয়াল হয়েছে—তাঁতি বহুদিন হ'তে এইখানে বাস করে। সে গেল কোথা? কেনই বা গেল? সন্ধান নিয়ে তাকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এখান হ'তে চলে গেলে কেন? তোমার উপর কোনও অত্যাচার হয়েছে না কি? তাঁতি করজোড়ে নিবেদন করলো—বাবা একটু গোপনে আমার দুখের কথা শুনতে হবে। রাজকুমার তাঁর মুখে সেই পেঁয়াজ-বেচুনির দেমাকের কথা শুনে তার পর দিনই তাকে বিদায় করলেন। তাঁতি আবার তার পুরাতন ভিটেতে ফিরে এলো।

সমতা ও মমতা—ক্ষমতার জন্য কিরূপভাবে নষ্ট হয়, তাহা আমাদের হঠাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভুঁইফোড়দের দেখেই বেশ উপলব্ধি করা যায়। এরা যখন আবার পূর্ব্ব দশা প্রাপ্ত হয় তখন সকলেই আনন্দিত হওয়া ছাড়া দুঃখিত হয় না। এই সব আবুহোসেনী বাদশাহী সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রধান মন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত বিবরণী

জন্ম—১৯০৪, ২রা অক্টোবর। উত্তরপ্রদেশের বারাণসী জেলার এক গ্রামে।

শিক্ষা—কাশী বিদ্যাপীঠ। 'শাস্ত্রী' উপাধি সেখানকারই।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ।

১৯৩০ সালে লবণ আন্দোলনে সত্যাগ্রহী হওয়ায় আড়াই বছর কারাবরণ।

১৯৩৫-৩৮ সালে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

১৯৩৭ সালে উত্তরপ্রদেশ আইনসভার সদস্য নির্বাচিত।

১৯৪০ সালে 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ।

১৯৪৫ সালে উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী সম্পাদক।

১৯৪৬ সালে আইনসভায় পুনর্নির্বাচিত এবং উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী।

১৯৪৭ সালে উত্তরপ্রদেশের পুলিস ও পরিবহন-মন্ত্রী।

১৯৫১ সালে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

১৯৫২ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত এবং কেন্দ্রীয় রেল ও পরিবহনমন্ত্রী।

১৯৫৬ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর পর কয়েকটি রেল দুর্ঘটনার পর মন্ত্রীপদ ত্যাগ।

১৯৫৭ সালে কংগ্রেস দলের নির্বাচন অধিকর্তা।

১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় পরিবহণ ও যোগাযোগমন্ত্রী।

১৯৫৯ সালে মার্চ্চ কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভার গ্রহণ।

১৯৬১ ৪ঠা এপ্রিল—কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী নিযুক্ত।

১৯৬১ সালে কাছাড়-দৌত্য, ১৯৬২—কেরল-দৌত্য, ১৯৬৩—নেপাল-দৌত্য।

১৯৬৩ সালে কামরাজ পরিকল্পনায় স্বেচ্ছায় মন্ত্রীপদ ত্যাগ।

১৯৬৪ ফেব্রুয়ারীতে পুনরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দপ্তরবিহীন মন্ত্রী।

১৯৬৪ ফেব্রুয়ারীতে কাশ্মীর-দৌত্য

১৯৬৪ জুন—নেহরুর জায়গায় সংসদে কংগ্রেসের নূতন নেতা নির্বাচিত।

দশ বছর পর পারমিট মঞ্জুর

কৃষ্ণনগরের সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্ট আবেদন-পত্র পাওয়ার দশ বছর পরে সিমেণ্টের পারমিট মঞ্জুর করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। সিমেণ্টের জন্য আবেদন করা হইয়াছিল ১৯৫৪ সালে। ১৯৬৪ সালের ৪ঠা জুন ৭ ব্যাগ সিমেণ্ট মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ভারতে শতায়ুর সংখ্যা

১৯৬১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য হইতে জানা যায় যে, ১৯৬১ সালে ভারতে প্রায় ১ লক্ষ শতায়ু ব্যক্তি ছিলেন। উত্তরপ্রদেশে শতায়ুর সংখ্যা ছিল ২৩,২৫৮, বিহারে ১২,০৩২, মহারাষ্ট্রে ১১,৩৫২ এবং মধ্যপ্রদেশে ৯,৩৩৪ জন। যদিও ভারতে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের তুলনায় অধিক, তবুও বয়োবৃদ্ধ পুরুষের তুলনায় বয়োবৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক।

ভারতে ৭০ বৎসরের অধিক বয়স্ক যে ৮৬ লক্ষ লোক আছেন, তাহাদের মধ্যে ৪১ লক্ষ ৬৯ হাজার জন পুরুষ এবং ৪৪ লক্ষ ৩২ হাজার জন স্ত্রীলোক।

ভারতের প্রাচীনতম ব্যক্তি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসী। ১৯৬১ সালে তাঁহার বয়স ছিল ১৭৫ বছর। ভারতে ১৫০ বা তদূর্ধ বয়সের ৪০ জন লোক আছেন।

অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত

বীরভূমের ইন্‌কম্-ট্যাক্স অফিসার শ্রীইউ, এন্, বালা মহোদয় বহুদিন ছেদের পরে সরকারী দায়িত্ব-পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও পুনরায় পড়াশোনা সুরু করিয়া ১৯৬৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া এল-এল-বি ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

* * *

সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসরকাল সরকারী চাকুরী করিয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত সিউড়ীর শ্রীরসরাজ সরকার এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি দেওয়ানী আদালতে কেরাণীর কাজ হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করেন। শীঘ্রই শ্রীসরকার আইন-ব্যবসা সুরু করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন।

'বীরভূম বার্ত্তা'

শোকসভা

গত ১৯শে জুন শুক্রবার বৈকাল ৫ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জের অন্যতম চিকিৎসক শান্তিময় রায় চৌধুরী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুর জন্য ডাক্তার রাধানাথ সরকার মহাশয়ের ঔষধালয়ে প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের সরকারী ও বেসরকারী চিকিৎসকগণ যোগদান করেন। সভার প্রারম্ভে সকলে দুই মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শান্তি বাবুর অকাল মৃত্যুর জন্য সকলেই দুঃখ প্রকাশ করেন। সভার পক্ষ হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে সহানুভূতি সূচক লিপি পাঠান হয়।

পরলোকগমন

১০ই আষাঢ় বুধবার সকালে আহিরণের সাহা-বংশের যোগেন্দ্রনারায়ণ সাহা মহাশয় ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি পরোপকারী ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি পাঁচ পুত্র, এক কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা পরলোক-গত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিয়া শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রী৺গঙ্গাপূজা

রঘুনাথগঞ্জ শহর সংলগ্ন বালিঘাটা ও গুজিরপুরের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও উদ্যোগে দুইখানি গঙ্গাপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজার্চ্চনা সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিমা নিরঞ্জন কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে।

জঙ্গিপুর খেয়াঘাটে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীশ্রী৺গঙ্গা দেবী প্রতিমার পূজার্চ্চনা সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিমা নিরঞ্জন কার্য্যও সম্পন্ন হইয়াছে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ - (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

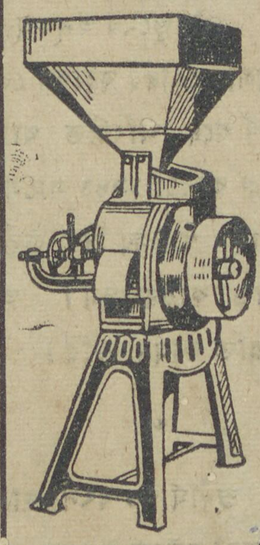

★আই,সি,আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

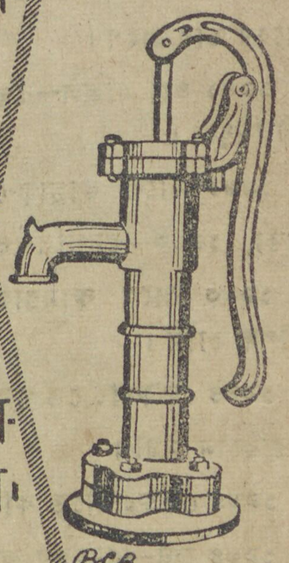

বিক্রেতা:-

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।